দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 21 MAR 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

(৩১)

56

শিক্ষাঙ্গন

প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রসঙ্গ

দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে আমরা দেশের জনগণের শিক্ষা সম্প্রসারণের প্রথম ও প্রধান বিদ্যাপীঠ ও ভিত্তি হিসেবে মনে করি। কারণ প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে শুরু করে দেশের সমগ্র অঞ্চলের শিশু-কিশোরদের শিক্ষার হাতে খড়ি এখান থেকেই শুরু হয়। বর্তমান সরকার সার্বজনীন শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং ২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষার মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

যার ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যয় দিন দিন বাড়ছে এবং সরকারী-বেসরকারী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের জন্য সরকার দেশের সীমাবদ্ধ সম্পদের মধ্যে থেকেও তাদের সুযোগ-সুবিধার জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করছেন। কিন্তু কথা হলো ইদানীংকালে, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় সংক্রান্ত এমন খবরা-খবর আমরা পাই যা সত্যিই দুঃখজনক। যেমন— বিনামূল্যে বই সরবরাহের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা ও অনিয়মের অভিযোগ; শিক্ষকদের নিয়মিত ও যথাসময়ে ক্লাসে অনপস্থিতি, খাতা ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ যা সরকার থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে দেয়া হয় তা আত্মসাৎ, সরকার প্রদত্ত শিক্ষাসামগ্রী খোলাবাজারে বিক্রি ইত্যাদি।

আমাদের প্রাথমিক শিক্ষকদের মনে রাখা উচিৎ বর্তমান শিশু-কিশোরদের উপর আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। তাদের অবহেলার কারণে যদি দেশের কোন বৃহত্তর ক্ষতি হয় তবে তার জন্য তাদেরকেই দায়ী করতে হবে।

তাদের মনে রাখা উচিৎ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত তাদের সকল সুযোগ-সুবিধার কথা। তারা যে সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন পাশাপাশি অধিকার ভোগের নিমিত্ত তাদের কর্তব্য কি হওয়া উচিৎ— এটা তাদেরকে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে এবং সে অনুযায়ী কর্তব্য পালনে তৎপর হতে হবে। নতুবা সরকারের সকল শিক্ষামূলক কর্মসূচী ব্যর্থতায় পর্যবেসিত হবে। দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে জটিলতা, নিরক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেলে শুধু যে জাতির ক্ষতি হবে তা-ই নয়, বরং শিক্ষকদেরও বিরাট ক্ষতি হবে। কেননা দেশ ও জাতির কল্যাণের সাথে তাদের কল্যাণও জড়িত। উপজেলা শিক্ষা অফিসার, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাধারণ জনগণ, শিশু-কিশোরদের অভিভাবকগণ এ ব্যাপারে অধিক সচেতনতার ও বোধগম্যতার পরিচয় দিবেন বলে আশা করি। দেশ ও জাতির স্বার্থে শিক্ষাঙ্গন থেকে সকল অবহেলা, গাফিলতি, দুর্নীতি ইত্যাদি সমস্যা দূরীভূত হোক— এটাই আমাদের আগামী দিনের প্রত্যাশা। আর এই প্রত্যাশা পূরণে সকল স্তরের জনগণ সহায়তা করবেন এটাই আমারা কামনা করি।

—মোঃ মুজিবুর রহমান

আলী আমজাদ বালিকা বিদ্যালয়ের সমস্যা

মৌলভীবাজার জেলা সদরে অবস্থিত আলী আমজাদ সরকারী বালিকা বিদ্যালয়টি বর্তমানে বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। এক সময়ে এটি ভালো স্কুল হিসেবে সারা জেলায় সুনাম ছিল। এবং সেই সময়ে প্রতি বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল মোটামুটি সন্তোষজনক ছিল। প্রতি বছরই ১৫/১৬ জন ছাত্রী বা তারও বেশী প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হতো। কিন্তু ক'বছর যাবত এই স্কুলের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল মোটেই সন্তোষজনক নয়।

বর্তমানে বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ৯শ'। আর শিক্ষকের পদ রয়েছে ২৬টি। তন্মধ্যে কর্মরত আছেন ১৬ জন। বাকী ১০টি পদ দীর্ঘদিন যাবত শূন্য। উল্লেখিত পদ শূন্য থাকায় ছাত্রীদের লেখাপড়া মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। অন্যদিকে, যে সমসত্খশিক্ষক কর্মরত আছেন, তাদের মধ্যে অধিকাংশ শিক্ষক নিয়মিত স্কুলে উপস্থিত থাকেন না বলে অভিযোগ রয়েছে।

অপরদিকে বিদ্যালয়ে আসবাবপত্রের সংকট, বিজ্ঞানাগারে যন্ত্রপাতি অপ্রতুলতা, ছাত্রীদের খেলাধুলার সরঞ্জামের অভাব, পাঠাগারে পর্যাপ্ত বই-এর অভাব রয়েছে। এছাড়া শিক্ষকদের আবাসিক সমস্যা ও বিশুদ্ধ খাবার পানিরও তীব্র সংকট রয়েছে। এদিকে ছাত্রীদের স্কুলে আসা-যাওয়ার জন্য একটি সরকারী গাড়ি ছিল, কিন্তু দীর্ঘদিন যাবত গাড়ীটি বিকল হয়ে স্কুলের বারান্দায় পড়ে আছে।

এই বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দৃষ্টি দেবেন বলে অভিজ্ঞ মহল আশা করছেন।

—আফজল হোসেন খান